হজ্জ ও উমরার দিশারী
مرشد الحاج والمعتمر

تأليف: عبد الرقيب المدني

متخرج من الجامعه الإسلامية بالمدينة المنورة. كلية الشريعة

الداعية سابقا: جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالحوية، الطائف

مؤسس: مدرسة التوحيد العربية

مشرف: حملة المصيف للحجاج والمعتمرين

লেখকঃ শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী

সাবেক দাঈ, দাওয়াহ সেন্টার, তায়েফ, সাউদী আরব।
পরিচালক, মাদরাসাতুত তাওহীদ আল-আরাবিয়া, গাজীপুর।
খত্বীব, গোলপুকুরপাড় কেন্দ্রীয় জামে মাসজিদ, সদর, ময়মনসিংহ।

পরিচালক, আল-মাসীফ হজ্জ কাফেলা।

সূচীপত্র

১. লেখকের কথা ৫
২. হজ্জ ও উমরার পরিচয় ৭
৩. হজ্জ ও উমরার গুরুত্ব ৮
৪. হজ্জ ও উমরার ফযিলত ৯
৫. হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত ১১
৬. হজ্জ কবুলের জন্য শর্ত ১৩
৭. হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীর জন্য কিছু নসীহা ১৪
৮. সফরের দুআ ১৬
৯. সফর অবস্থায় সালাতকে "জমা" ও "কসর" করা ১৮
১০. হজ্জের প্রকার ২৩
১১. মীকাত ২৫
১২. ইহরামের মাসাঈল ২৯
১৩. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমুহ ৩২
১৪. ইহরাম অবস্থায় যে সমস্ত কাজ করা যাবে ৩৫
১৫. দম ও ফিদিয়ার পার্থক্য ৩৬
১৬. উমরা ৩৭
১৭. উমরার পর হাজীদের করণীয় ৫১
১৮. এক নজরে উমরার কাজ সমূহ ৫১
১৯. হজ্জের নিয়মাবলী ৫২
২০. ৮ই যিলহজ্জের কাজ সমূহ ৫৫
২১. ৯ই যিলহজ্জের (আরাফার দিন) কাজ সমূহ ৫৭
২২. মুযদালিফায় রাত্রীযাপন ৬০
২৩. ১০ তারিখের কাজ সমূহ ৬২

২৪. ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের আমল..... ৬৯
২৫. ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের কংকর নিক্ষেপ করা ৭০
২৬. মিনার কাজ সমূহ..... ৭১
২৭. বদলী কংকর নিক্ষেপঃ..... ৭২
২৮. বিদায়ী তাওয়াফ ৭২
২৯. বিদায়ী তাওয়াফের সময় ৭৩
৩০. এক নজরে হজ্জের কাজ সমূহ ৭৪
৩১. মাদীনা মুনাওওরাহ যিয়ারত ৭৭
৩২. মাদীনা যিয়ারতের উদ্দেশ্য ৮০
৩৩. মাসজিদে নাববীর যিয়ারত..... ৮২
৩৪. রওযা মুবারক..... ৮৫
৩৫. বাকী কবরস্থান যিয়ারত..... ৮৬
৩৬. জান্নাতুল বাকী বলা কি ঠিক? ৮৭
৩৭. ক্বর যিয়ারতের সুন্নাতি পদ্ধতি..... ৮৯
৩৮. মাসজিদে কুবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..... ৯১
৩৯. মাসজিদে কুবা যিয়ারত..... ৯১
৪০. মাসজিদে কিবলাতাইন..... ৯৩
৪১. খন্দকের যুদ্ধ..... ৯৪
৪২. জানাযার সালাত..... ৯৫
৪৩. বিভিন্ন স্থানে পড়ার জন্য কিছু দুআ..... ৯৮
৪৪. ফরজ সালাতের পর জিকিরসমূহ..... ১০১
৪৫. সকাল সন্ধার জিকিরসমূহ ১০৩
৪৬. কুরআন থেকে কিছু দুআ ১০৫
৪৭. হাদীছ থেকে কিছু দুআ ১০৭
৪৮. হজ্জ ও উমরার সফরে প্রয়োজনীয় বস্তু ১০৯

হজ্জ ও উমরার পরিচয়

হজ্জ অর্থঃ ইচ্ছা পোষন করা, পরিভাষায়ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মক্কা গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত পালন করার নাম হজ্জ।

উমরার পরিচয়ঃ উমরাহ আরবী শব্দ, আভিধানিক অর্থঃ পরিদর্শন করা। পরিভাষায়ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মীকাত থেকে ইহরাম বেধে তাওয়াফ, সাঈ, মাথা মুন্ডন বা চুল ছাটার নাম উমরাহ।

হজ্জ ও উমরার কিছু পার্থক্যঃ হজ্জ ইসলামের একটি রুকন, উমরাহ রুকন নয় তবে ফরজ। হজ্জ নির্দিষ্ট সময়ে (শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন) পালন করতে হয়। আর উমরাহ বছরের যে কোন সময় পালন করা যায়। ইফরাদ হজ্জ করলে উমরা আদায় হবে না তবে তামাত্তু ও ক্বীরান হজ্জ করলে উমরা আদায় হয়ে যায়। শুধুমাত্র উমরাহ করলে হজ্জ আদায় হবে না। উমরার তুলনায় হজ্জের সওয়াব ও গুরুত্ব অনেক বেশী।

হজ্জ ও উমরার গুরুত্ব

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ন ফরজ ইবাদাত ও ইসলামের একটি রুকন, ৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরজ করা হয়, রাসূল (ﷺ) ১০ম হিজরীতে হজ্জ করেন। রাসূল (ﷺ) জীবনে একবার হজ্জ ও চার বার উমরা করেছেন।[১] হজ্জের মত উমরাও ফরজ এবং তা জীবনে একবার মাত্র, এর বেশি নফল। নাবী (ﷺ) হজ্জ ফরজ হওয়া মাত্রই আদায় করে নিতে বলেন, কেননা অসুস্থতা, দরিদ্রতা ও মৃত্যু কখন চলে আসে আমরা জানি না।[২] তবে দেরী করা জায়েয আছে।

কুরআন ও হাদীছে হজ্জ পালনের নির্দেশ এসেছেঃ আল্লাহ বলেনঃ মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, যারা এই ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ রাখে তারা এর হজ্জ পালন করবে"[৩]

অন্যত্র বলেনঃ "তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা

১. বুখারীঃ ৪৪০৪, ১৭৭৮, মুসলিমঃ ৩০২৫, ৩০২৩
২. ইবনে মাজাহঃ ২৮৮৩, মুসরাদে আহমাদঃ ১/৩১৪
৩. সুরা আল ইমরানঃ ৯৭

জান্নাত।[১২]

» হজ্জের খরচ আল্লাহর রাস্তায় খরচের সমতুল্য, প্রতি দিরহামকে সাতশত গুন বাড়িয়ে দেওয়া হবে।[১৩]

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত

» মুসলিম হওয়া, কাফেরের হজ্জ হবে না।

» প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

» স্বাধীন হওয়া, ক্রীতদাস নয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও ক্রীতদাস হজ্জ করলে হজ্জ হয়ে যাবে। পিতা মাতা বা মনিব সওয়াব পাবেন। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে বা ক্রীতদাস স্বাধীন হলে হজ্জ ফরজ হলে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে। এ হজ্জ ফরজ হজ্জ হিসাবে গন্য হবে না।[১৪]

» বিবেকবান হওয়া, পাগলের হজ্জ হবে না।

---

১২. বুখারীঃ ১৭৭৩, মুসলিমঃ ১৩৪৯, ইবনে মাযাহঃ ২৮৮৮, তিরমিযীঃ ৯৩৩

১৩. সহীহ নাসাঈঃ ৩১৮৬

১৪. তাবারানী ঃ২৭৫২

আহল্। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়াছা-য়িস্সাফার, অ কা'আ-বাতিল্ মানযার, অসূ-য়িল মুনকালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্ল। আয়িবূন, তায়িবূনা আ'বিদূন, লিরাব্বিনা হামিদূন।[২২]

সফর অবস্থায় সালাতকে "জমা" ও "কসর" করা

"জমা" হলোঃ যোহরকে আছরের সাথে বা মাগরিবকে ঈশার সাথে আদায় করা।

"কসর" (চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতকে দুই রাকাআত করে আদায় করা)

হজ্জের সময় নবী কারীম (ﷺ) আরাফায়: জোহর-আছর, ও মুযদালিফায়: মাগরিব- ঈশা জমা করে আদায় করেছেন।[২৩]

এ বিষয়ে সমস্ত আলেমগন ঐক্যমত হয়েছেন।[২৪]

২২. যুখরুফঃ ১৩, ১৪, মুসলিমঃ ২/৯৯৮, ১৩৪২
২৩. সহীহ মুসলিমঃ ১২১৮
২৪. ইবনুল মুনযিরঃ ৩৮ পৃষ্টা

❖ সফর অবস্থায় দুআ কবুল হয় তাই যথা সম্ভব বেশী বেশী দুআয় মত্ত থাকা উত্তম।[৩২]

হজ্জের প্রকার

হজ্জের প্রকারঃ হজ্জ তিন প্রকারঃ ১. ইফরাদ, ২. ক্বিরান ৩. তামাত্তু।

১. **হজ্জে ইফরাদ হলোঃ** মীক্বাত থেকে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করা, মক্কায় পৌছে তাওয়াফ ও সাঈ করা। অতঃপর ইহরাম অবস্থায় থেকে হজ্জের কাজ সম্পাদন করে ১০ তারিখে কংকর নিক্ষেপের পর মাথা মুন্ডন করে হালাল হওয়া। ইফরাদ হজ্বকারী ইহরামের সময় বলবেঃ لبيك حجا **(লাব্বাইকা হাজ্জান)** ইফরাদ হজ্বে কুরবানী নাই।

২. **হজ্জে ক্বিরান হলোঃ** মীক্বাত থেকে এক সাথে হজ্জ ও উমরাহর নিয়ত করা, মক্কায় পৌছে তাওয়াফ ও

৩২. তিরমিযীঃ ১৯০৫, আবু দাউদঃ ১৫৩৬, আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন

সর্বোত্তম হজ্জঃ হজ্জে তামাত্তু সবোর্ত্তম হজ্জ। রাসুল (ﷺ) সাহাবাদেরকে তামাত্তু করতে বলেন, কিন্তু তিনি সঙ্গে কুরবানীর পশু আনার কারনে আর হালাল হতে পারেন নি বিধায় ক্বীরান হজ্জ করেন এবং বলেনঃ আমি আগে জানলে সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না।[৩৩]

❖ ইফরাদ ও ক্বীরানের প্রার্থক্যঃ ইফরাদ হজ্জে শুধু হজ্জের নিয়ত করা হয়। এতে শুধু হজ্জ আদায় হবে উমরাহ আদায় হবে না। আর ক্বীরানে হজ্জ ও উমরাহ এক সাথে আদায়ের নিয়ত করা হয়। ক্বীরান হজ্জে কুরবানী করতে হয়। আর ইফরাদে হজ্জে কুরবানী নাই।

মীকাত

হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীকে যে স্থান থেকে এবং যে মাস গুলোতে ইহরাম বাধতে হবে। সে হিসাবে মীকাত দুই প্রকার।

৩৩. সহীহ মুসলিমঃ ১২১৬

উমরার কিছু ইবাদাত হারামে আর কিছু হারামের বাহিরে সম্পাদন করতে হয়, হজ্জের সময় হাজীগন আরাফাতে আবস্থান করেন বিধায় বাহিরে যাওয়া হচ্ছে, আর উমরাতে সব কাজ হারামের ভিতর করা হয় বিধায় অন্তত ইহরামের জন্য তাকে হারামের বাহিরে যেতে হয়।

মীক্বাতের গুরুত্ব ও হুকুমঃ হজ্জ ও উমরায় মীক্বাত থেকে ইহরাম বাধা ওয়াজিব। স্বেচ্ছায় বা ভুলে মীকাত ছেড়ে গেলে পুনরায় মীকাতে ফেরত এসে ইহরাম বাধতে হবে, সম্ভব না হলে তাকে অবশ্যই "দম" দিতে হবে।

ইহরামের মাসাঈল

ইহরাম বাঁধাঃ হজ্জ ও উমরার ১ম রুকন হলো ইহরাম বাঁধা। ইহরাম না বাঁধলে হজ্জ ও উমরাহ কোনটাই হবে না। যেমন সালাতে তাকবীরে তাহরীমা। অনেকে সেলাই বিহীন কাপড় পরাকেই ইহরাম মনে করেন, আসলে তা ঠিক নয়। হাজী তার সুবিধামত যে কোন

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমুহ

» মাথা মুন্ডন, চুল কাটা বা শরীরের যে কোন লোম উঠানো। প্রয়োজনে বা অসুস্থতার কারনে করলে ফিদিয়া দিতে হবে। কোন গুনাহ হবে না।[৩৯]

» হাত-পায়ের নখ কাটা। তবে কোন কারনে নোখ উঠে পড়লে তা উপরিয়ে ফেলে দেওয়া যাবে, ফিদিয়া লাগবে না।[৪০]

» আতর-সুগন্ধি ব্যবহার, পানাহার।[৪১]

» পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা ও মাথা ঢাকা। তবে কেউ পরনের লুঙ্গি না পেলে পায়জামা পরতে পারবে।[৪২]

» সহবাস সংক্রান্ত কোন কাজ করাঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌনালাপ, আলিঙ্গল, চুম্বন, মর্দন ইত্যাদী।[৪৩]

৩৯. সূরা বাকারাঃ ১৯৬
৪০. সূরা বাকারাঃ ১৯৬
৪১. বুখারীঃ ১৭৮৯ মুসলিমঃ ২৭৯০
৪২. বুখারীঃ ১৫৪২, মুসলিমঃ ২৭৮৩
৪৩. সূরা বাকারাঃ১৯৭

» বিশেষ প্রয়োজনে বা অসুস্থতার কারনে করলে ফিদিয়া দিতে হবে, কোন গুনাহ হবে না।

» আর প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে করলে ফিদিয়া দিতে হবে ও গুনাহগার হবে।

ইহরাম অবস্থায় যে সমস্ত কাজ করা যাবে

» গোসল করা ও ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা।

» কেউ পরনের লুঙ্গি না পেলে ছোট পায়জামা পরতে পারবে।[৪৮]

» ধুলা-বালি থেকে রক্ষার জন্য মুখ ঢাকা যাবে।

» মহিলারা মোজা পরিধান করতে পারবে।

» শিঙ্গা লাগানো, দাঁত উঠানো, ক্ষতস্থানে পট্টি বাধা, পুঁজ বের করা, শরীরে অস্ত্রপাচার করতে পারবে।

» মাথা ও শরীর চুলকাতে পারবে।

৪৮. বুখারীঃ ১৫৪২, মুসলিমঃ ২৭৮৩

» আয়না দেখা, সুঘ্রান নেওয়া, তৈল ও সাবান ব্যবহার করা জায়েয।

» কোমড় বেল্ট বা ব্যাগ রাখতে পারবে।

» সুরমা বা মেহেদী লাগাতে পারবে।

» ছাতা, তাবু বা গাড়ীর ছাদের নিচে ছায়া গ্রহন করতে পারবে।

» মশা, মাছি, উকুন, পিপড়া মারতে পারবে।

» কাক, চিল, ইঁদুর, সাপ-বিচ্ছু ও পাগলা কুকুর সহ ক্ষতিকর সব প্রানী হত্যা করতে পারবে।

দম ও ফিদিয়ার পার্থক্য

অনেকেই দম ও ফিদিয়ার পার্থক্য বুঝেন না।

দম হলোঃ উমরাহ বা হজ্জের ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিলে বা বাদ পড়লে জরিমানা স্বরুপ ছাগল জবেহ করা এবং তা হারাম এরিয়ার মাঝে এবং সেখানেই ফকির-মিসক্বীনদের মাঝে বিতরণ করা এবং নিজে

পর্দা রক্ষার পোষাক হতে হবে।

অতঃপর মীকাতে গিয়ে বা তার বরাবর পৌছলে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً **(লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা উমরাতান)** বলে উমরার নিয়ত করবে। আর এটাই ইহরাম বাধা। উমরা সম্পন্ন করতে না পারার কোন আশংকা থাকলে নিয়ত করার সময় নিচের বাক্যগুলো পড়ে শর্ত করবে, কেননা শর্ত করা থাকলে অসুবিধার কারণে উমরা ছেড়ে দিলে তাকে আর "দম" দিতে হবেনা। فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ **(ফাইন হাবাসানি হাবেছুন ফা মাহিল্লী হায়ছু হাবাছতানি।)** অতঃপর ইহরাম বাধার পর থেকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেব। পুরুষরা উঁচু আওয়াজে আর মহিলারা নিচু স্বরে।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণঃ লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারী-কা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি অ'মাতা লাকা

আযকার, তাওবাহ ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত ও নিজ ভাষায় দুআ করতে পারেন। তওয়াফ করতে করতে **"রুকনে ইয়ামানী"** বরাবর পৌছলে সম্ভব হলে ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবে, রুকনে ইয়ামানীতে চুমু দিতে হয় না বা ইশারা করতে হয় না। রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত স্থানে প্রতি চক্করে এই দুআ পড়বে।

رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও অফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও অক্বিনা আযা-বান্নার, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আফওয়া অলআফিয়াহ ফিদ্দুনিয়াহ অল আখিরাহ।[৫৪]

এভাবে সাত চক্কর হলে তাওয়াফ শেষ হবে। তওয়াফ শেষ করেই কাঁধ ঢেকে দিবে, কারণ "ইজতেবা" করতে হয় শুধু মাত্র তওয়াফের সময়।

---

৫৪. সুরা বাকারাঃ ২০১, সহীহ আবু দাউদঃ ১৬৩৫

তিনবার দুআ করবে। আরবীতে দুআ না পারলে নিজ ভাষায় দুআ করবে।

দু'আ শেষ করে মারওয়ার দিকে যাবে এবং সবুজ লাইটের স্থানে শুধুমাত্র পুরুষরা দৌড়াবে ও এ দুআ পড়বে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

রাব্বিগফির ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আয়াযুল আকরাম।

অর্থঃ রব! আপনি ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, নিশ্চয় আপনি সম্মানী ও মহৎ।[৫৮]

সাঈর প্রতি চক্করের জন্য নির্দিষ্ট কোন দুআ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত নয়। বর্তমানে বাজারে পাওয়া বিভিন্ন বইয়ে প্রতি চক্করের নির্দিষ্ট দুআ লিখা থাকে যা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। সাঈর চক্কর সমূহে হাজীগন সুবিধামত বিভিন্ন দুআ, যিকির-আযকার, তাওবাহ ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত ও নিজ ভাষায় দুআ করতে পারেন।

৫৮. ইবনে উমার ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে প্রমানিত, ইবনে আবী শাইবাঃ ১৫৫৬৫

উমরার পর হাজীদের করণীয়

সাঈর পর ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্জকারীগন চুল না কেটে ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবেন। আর তামাত্তু হজ্জকারীগন চুল কেটে হালাল হয়ে যাবেন। ইহরামের কারনে যেসব বিষয় হারাম ছিলো সে গুলো হালাল হয়ে যাবে। সঙ্গে স্ত্রী থাকলে স্বামী-স্ত্রীর মিলনও জায়েয। আট তারিখে নতুন করে নিজ বাসস্থান হতে হজ্জের ইহরাম বাধবেন। হাজীদের হজ্জ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করতে হবে, প্রয়োজনে মীকাতের বাহিরেও যেতে পারবে। তবে নিজ বাসস্থানে ফিরে যাওয়া যাবে না। গেলে আবার নতুন করে উমরাহ করতে হবে।

এক নজরে উমরার কাজ সমূহ

ইহরামের কাপড় পরবে। অতঃপর মীকাতে গিয়ে বা তার বরাবর পৌছলে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً **(লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা উমরাতান)** বলে উমরার নিয়ত করবে। মক্কা

» আইয়্যামে তাশরীকে যাওয়ালের পর পর সাধ্যানুযায়ী কংকর নিক্ষেপ করা।

৮ই যিলহজ্জের কাজ সমূহ

ইফরাদ ও ক্বীরানকারী ইহরামের অবস্থায় থাকায় তারা সে অবস্থায় মীনায় চলে যাবেন।

» হজ্জে তামাত্তু পালনকারীগন আট তারিখ সুর্যদয়ের পর উমরার ইহরামের মত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধি (পুরুষের জন্য) ব্যবহার করবে। পুরুষেরা সেলাই বিহীন দুটো সাদা কাপড় পরবে, মহিলারা পরিপুর্ণ পর্দা রক্ষার যে কোন কাপড় পরবে।

» নিজ অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে এই বলেঃ لبيك اللهم حجا **(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান)** বলে হজ্জের ইহরাম বেধে মিনায় যাবে। হজ্জ পালনে কোন প্রকার বাধার আশংকা থাকলে নিয়ত করার সময় এ বলে শর্ত করবে, فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ **(ফাইন হাবাসানি হাবেছুন ফা মাহিল্লী হায়ছু হাবাছতানী।)**

» হজ্জের দিনগুলোতে বেশি বেশি তালবিয়া, যিকির-আযকার, দুআ-ইস্তেগফার ও কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকবে। (বইয়ের শেষে বেশ অনেক দুআ উল্লেখ করা হয়েছে।)

বিঃ দ্রঃ মুআল্লিমগন হাজীদের সুবিধার্থে আট তারিখের রাত্রে মিনায় নিয়ে যান এটা জায়েয।

৯ই যিলহজ্জের (আরাফার দিন) কাজ সমূহ

» নয় তারিখ সূর্যদয়ের পর মীনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা করবে, যাত্রাপথে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করবে।[৬০]

» আরাফায় অবস্থান না করলে হজ্জ হবে না। কখনো কোন কারনে একাকী হয়ে গেলে হাজীকে অবশ্যই আরফার সিমানার ভিতর রয়েছে নিশ্চিত হয়ে সুর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। কেননা রাসূল (ﷺ)

৬০. সহীহ মুসলিমঃ৩০৯৫

১০ তারিখের কাজ সমূহ

১০ তারিখে মোট পাঁচটি কাজ করতে হয়ঃ

১. জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) ৭টি কংকর মারা।

২. কুরবানী করা।

৩. মাথা কামানো।

৪. তাওয়াফে ইফাযা করা।

৫. সাঈ করা।

দশ তারিখের কাজে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয়ঃ ১০ তারিখের কাজ গুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করা সুন্নাহ ও উত্তম। ওয়াজিব নয় সুতরাং কাজগুলো ধারাবাহিক ভাবে না করলে কোন দম দিতে হবে না। নিম্নে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হলো।

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ،

দ্বিতীয় হালাল বা বড় হালাল হয়ে যাবে। এতে ইহরামে নিষিদ্ধ সব কাজ এবং স্ত্রী সহবাসও যায়েয হয়ে যাবে।

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের আমল

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের রাত্রী মিনায় যাপন করাঃ সাঈ করার পর মিনায় চলে আসতে হবে কারণ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের রাত্রী মিনায় যাপন করা ওয়াজিব। রাসুল (ﷺ) মিনায় অবস্থান করেছেন। ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলোঃ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হাজীদের পানি পান করানোর কারণে রাসূল (ﷺ) এর কাছে মক্কায় রাত্রী যাপনের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেন।[৭৫]

তবে কেউ ইচ্ছে করলে ১১ ও ১২ তারিখের রাত্রি যাপন করে চলে আসতে পারবে।[৭৬]

---

৭৫. মুসলিমঃ ১৩১৫, বুখারীঃ ১৭৪৫, আবু দাউদঃ ১৯৫৯, ইবনে মাযাহঃ ৩০৬৫
৭৬. সুরা বাকারাহঃ ২০৩

ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ।

বদলী কংকর নিক্ষেপঃ

অসুস্থ, দুর্বল, বয়স্ক ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপে অপারগ হলে অন্য কাউকে তার পক্ষ থেকে কংকর মারার দায়িত্ব দিতে পারবে। এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আগে নিজেরটা মেরে পরে অন্যেরটা মারবে। একজন ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কংকর মারতে পারবে। কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব অন্যকে দিয়ে কোন ভাবেই হাজী মিনা ত্যাগ করতে পারবে না। তাকে মিনায় অবস্থান করতে হবে। কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে বিদায়ী তাওয়াফ করে একজন হাজী মক্কা ত্যাগ করতে পারবে।

বিদায়ী তাওয়াফ

এর অর্থ তাওয়াফের মাধ্যমে বাইতুল্লাহকে বিদায়

এক নজরে হজ্জের কাজ সমূহ

হজ্জে তামাত্তুর নিয়ম পদ্ধতি

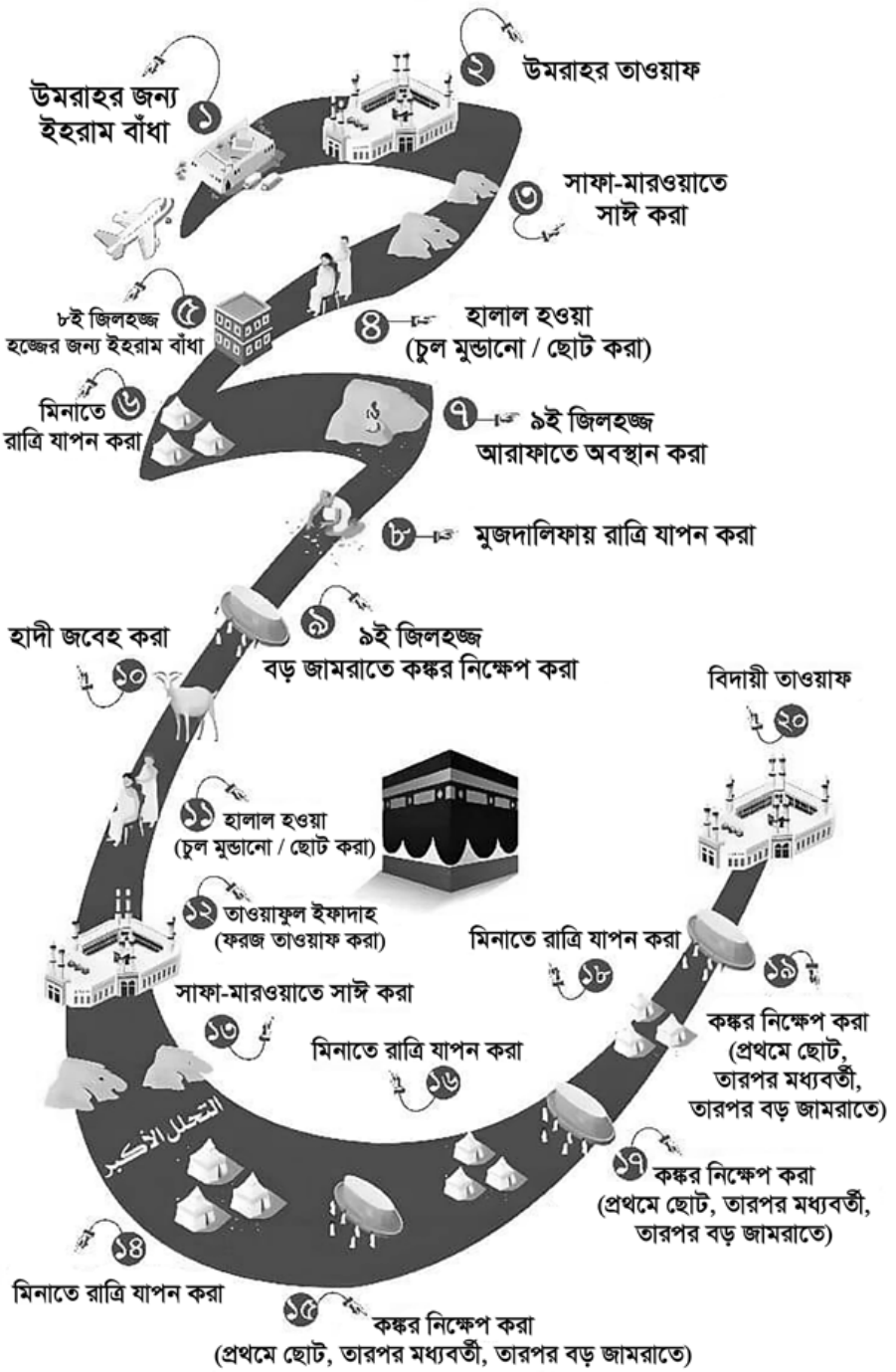

মাদীনা যিয়ারতের উদ্দেশ্য

মাদীনা যিয়ারতের উদ্দেশ্য হতে হবে মাসজিদে নাববীতে সালাত আদায় করা, কারণ এই মাসজিদে সালাত আদায়ের অনেক ফযিলত রয়েছে, যা ইতি পুর্বে উল্লেখিত হয়েছে। হাঁ, আমরা মাসজিদে নাববী যিয়ারত করতে এসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর ক্বর, আবু বকর ও উমর (রাঃ) দের ক্বর যিয়ারত করে থাকি, বাকী কবরস্থান, শুহাদায়ে উহুদ, কুবা মাসজিদ, ইত্যাদি যিয়ারত করে থাকি এবং তা মুস্তাহাব কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বা অন্য কারো কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মাদীনায় বা বিশ্বের অন্য কোথাও সফর করা জায়েয নয়। কেননা নাবী করিম (ﷺ) বলেনঃ

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ (সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে) তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা

ক্বর যিয়ারতের সুন্নাতি পদ্ধতি

কবর যিয়ারত কারী কবরস্থানে প্রবেশ করে নিম্নে বর্ণিত এ দুআ পড়বেঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةْ.

উচ্চারণঃ আসসালামু আলাইকুম আহ্লাদ্দিয়ারি মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইন্শাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন, নাস্আলুল্লাহা লানা অলাকুমুল আ’ফিআহ্।[৮৬]

অর্থঃ হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশা’আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

কবর বাসীর কাছে কোন প্রকার কিছু চাওয়া যাবেনা, অতঃপর কবরস্থান থেকে বের হয়ে কবরবাসীর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে। কবরের পাশে বসে থাকা, কবরস্থানে মল মূত্র ত্যাগ করা, কবরের উপর হাঁটা

৮৬. মুসলিম

মাসজিদে কিবলাতাইন

এই মাসজিদের পূর্ব নাম মাসজিদে বানী সালেমাহ, মূলত কিবলা যখন পরিবর্তন হয় তখন রাসূল (ﷺ) মাসজিদে নাববীতেই সালাতরত ছিলেন, এই এলাকার এক সাহাবী রাসূল (ﷺ) এর সাথে সালাত আদায় করে এসে দেখেন এখানকার লোকেরা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেছে, তখন তিনি তাদের কে কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ দিলে তারা সালাতের মাঝেই কিবলা পরিবর্তন করে মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন, একই সালাত যেহেতু দুই কিবলার দিকে ফিরে আদায় করা হয় তাই এই মাসজিদের নাম করণ করা হয় "মাসজিদে কিবলাতাইন"(দুই কিবলার মাসজিদ)।

এই মাসজিদে এসে সালাত পড়ার বিশেষ কোন ফযিলত নেই বিধায় ফযিলত মনে করে দু'রাকাআত সালাত পড়াটা বিদআত হবে। অতএব এখানে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের

ফরজ সালাতের পর জিকিরসমূহ

ফরজ সালাতের পর পঠিতব্য দুআ সমূহঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৩৩ বার করে سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰه، اللّٰهُ أَكْبَرُ পড়বে
অতঃপর ১ বার

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

নোটঃ প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর তাসবীহগুলো দুআ সহ পাঠ করলে সমূদ্রের ফেনা পরিমান গুনাহ

الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

হজ্জ ও উমরার সফরে প্রয়োজনীয় বস্তু

পুরুষদের জন্য: ইহরামের কাপড় (আড়াই হাত বহরের) আড়াই গজ করে ২ পিছ ও তিন গজ করে ২ পিছ, কোমরের সাদা বেল্ট, পাঞ্জাবী-পায়জামা ও গেঞ্জি ৩ সেট, লুঙ্গী ও টুপি ২টি করে।

মহিলাদের জন্য: মেক্সি বা সেলওয়ার-কামিজ ও উড়না তিন সেট, বোরকা ২সেট, হাত মুজা, পা মুজা, সাথে মহিলাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র।

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য: সেন্ডেল ২ জোড়া, চামড়ার জুতা ১ জোড়া, গামছা বড় সাইজের, বিছানার চাদর, গ্লাস, প্লেট, ছোট সাইজের বাটি, চামচ, চাকু, কেচি, আয়না-চিরুনী, রেজার-ব্লেড, ছোট ছাতা, টিস্যু, টুথব্রাশ-টুথপেস্ট, মিসওয়াক, খিলাল, কটনবার, তৈল, সাবান-শ্যাম্পু, ক্রীম, ভ্যাজলিন, যারা চশমা ব্যাবহার করেন: ২ জোড়া চশমা, বড় ট্রাভেল ব্যাগ, ছোট ব্যাগ, সেন্ডেল রাখার কাপড়ের ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ বাধার জন্য প্লাষ্টিক রশি, কার্টুন কস্টেপ, হজ্জ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য বই, বিভিন্ন আমল ও দুআর বই। অল্প কিছু চিড়া-মুড়ি, গুড়, চানাচুর, বাদাম, বিস্কুট।

লেখকের সংকলিত ও অনুদিত কিছু বই।

» হৃদয়ের ব্যাধি।
» সহীহ সালাত শিক্ষা
» প্রত্যেক মুসলিমের গুরুত্বপুর্ন পঠনীয় বিষয়সমূহ
» সতীত্ব ও সম্ভ্রম
» মুরশিদুল মুমিনীন

সচিত্র তাওয়াফ ও সাঈর স্থান

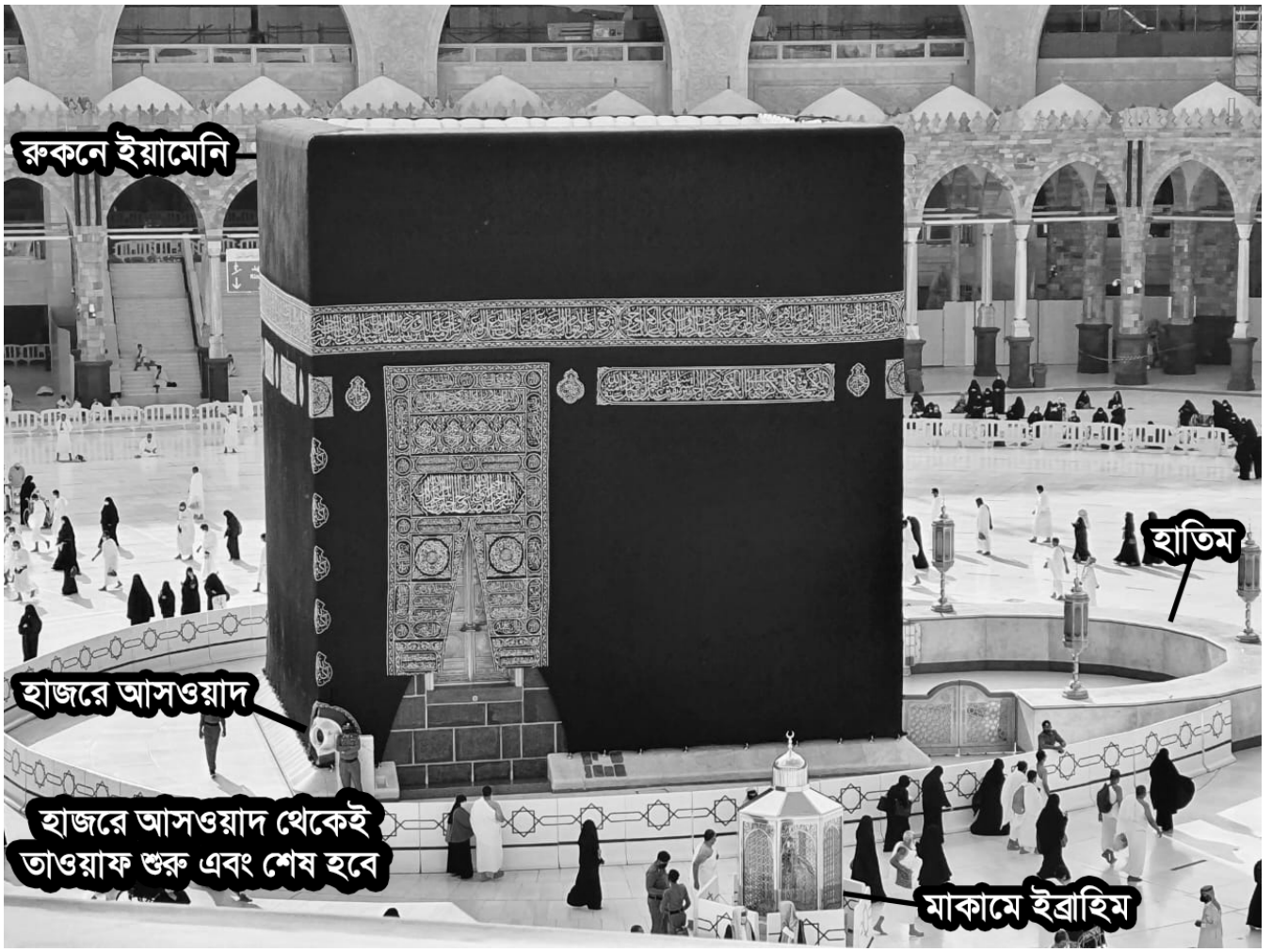

সাঈ শুরুর স্থান

সবুজ আলোর নিচে পুরুষদের দৌড়াতে হয়

সাঈ শেষ করার স্থান